আমার প্রফেসরের নাম ফুনাজাকি কেনইচি। সে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্জিনারিং ফ্যাকাল্টির ডিন। ওনার ল্যাবে আসার পর থেকেই বুঝতে পারতেছি যে ওনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কতোটা জনপ্রিয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলেই তাকে এক নামে চিনে এবং যখন শুনে আমি ওনার ছাত্র তখন সবাই একটু আলাদা ভাবে দেখে। ভালোই লাগে ব্যাপার গুলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা নাকি ওনারই সবচেয়ে বেশি।

ফুনাজাকি সেনসেই শুধু এই বিশ্ববিদ্যালয়েই জনপ্রিয় তা কিন্তু নয়, বরং তিনি সম্পুর্ণ জাপানেই পরিচিত তার রিসার্জ একটিভিটিস এবং ভালো মানুষ হিসেবে। ওনার ল্যাব থেকে অসংখ্য ছাত্র ছাত্রী গ্রজুয়েশন করে এখন জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালের টিচার অথবা বিভিন্ন ফ্যাক্টরির ইন্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করছেন। তাদের সকলকেই নাকি জব পাওয়ার জন্য স্পেশাল রিকোমেন্ডশন করেন তিনি। আমি কিভাবে জানলাম?...

গত ৪ এবং ৫ নভেম্বর দুইদিন ব্যাপী তার সকল নতুন - পুরাতন স্টুডেন্টস নিয়ে একটা পার্টির আয়োজন করা হয়েছিলো। পার্টির নাম ফুনাজাকি কাই। সবচেয়ে অবাক হয়েছি যখন জানলাম যে এই পার্টি তিনি গত ২৭ বছর যাবত করে আসছেন। নতুন পুরাতন সকল ছাত্র-ছাত্রী যেনো একজন আরেক জনকে খুব ভালো ভাবে জানতে শুনতে পারে তার জন্যই এই পার্টির আয়োজন করেন তিনি প্রতি বছর। কতো মহৎ উদ্দেশ্য!

চুনাগি ওনসেন নামক যায়গায় মিহারু হোটেলে ছিলাম আমরা। সম্ভাবত হোটেলটি ফাইভ স্টার মানের হবে। সিওর না, গেটআপ দেখে মনে হয়েছে। ওই হোটেলের মূল আকর্ষণ নাকি ওনসেন। ওনসেন হলো হোটেলের মাঝে গোছল করার একটা বিশেষ যায়গা যেখানে একটা বড় পুল রয়েছে, সেখানে শরীর ম্যাসাজেরও বিশেষ ব্যাবস্থা আছে। যদিও আমি এই সকল সুভিধা ভোগ করতে পারি নাই, কারণ সেখানে গোছল করতে হলে উলঙ্গ হয়ে গোছল করতে হয় যা আমার পক্ষে করা সম্ভব ছিলো না। দিন রাত ২৪ ঘন্টাই গোছল করা যায়। সবাই হোটেলে গিয়েই একবার আর হোটেল ছাড়ার আগে আরেকবার ওনসেনে গোছল করেছে, আর আমি একবারও করি নাই। এটা নিয়ে ল্যাব ম্যাটরা রাতে খাওয়ার পর অনেক হাসাহাসি করছে।

রাতের ব্যাপারটা তো বলি নাই এখনো। রাতে সবাই একসাথে বসে যতো ইচ্ছা ততো খাও, যা ইচ্ছা তা খাও, আর সারা রাত আড্ডা মারো আর লটস্ অব ফান করো। কেউ যদি রুমে গিয়ে ঘুমায় তবে তাকে জোর করে ধরে নিয়ে আসে আবার আড্ডা মারার জন্য। রাত যখন ২ টা বাজে তখন কোন ফাকে যেনো ফুনাজাকি সেনসেই চুপিচুপি তার রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পরছে তখন সব ছাত্ররা তার রুমে গিয়ে তাকে উঠিয়ে আবার টেনে নিয়ে আসছে। এই সব দেখে আমি আর রুমে গিয়ে ঘুমানোর সাহস করতে পারি নাই। সারা রাত ওদের সাথে বসে ছিলাম আর চেষ্টা করেছি সবার সাথে আড্ডা মারতে আর ফান করতে। ঐ সময় যে যা ইচ্ছা পারফর্ম করতেছিলো, কেউ গান আবার কেউ নাচ আবার কেউ কৌতুক। ফুনাজাকি সেনসেইও গান গেয়েছে ঐদিন। হৈ-হুল্লোর, নাচ-গান, আড্ডা, চিল্লা-চিল্লি, হাসা-হাসির মাঝে কখন যে রাত শেষ হয়ে গেলো বুঝতে পারি নাই। পরের দিন চলে আসার সময় মনে হয়েছে অনেক দিন মিস করবো এই পার্টি আর পরের বছর আবার আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকবো।